দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ১৫ AUG 1994
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ৬

১০টি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে নয়া জোট সম্মিলিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

দশটি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে "সম্মিলিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" নামে নতুন একটি ছাত্র জোট আত্মপ্রকাশ করেছে। জোট সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গনের দাবীতে আগামী ২০ আগস্ট সমাবেশ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি প্রদানের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে।

গতকাল সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে নবগঠিত এ সম্মিলিত ছাত্র সংগ্রাম পরষিদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের সদস্য সচিব ও ছাত্র ফোরামের আহবায়ক ফখরুল হাসান রানা। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন, জাতীয় স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক মুক্তির সুমহান লক্ষ্য অর্জনে স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনায় ও ধারাবাহিকতায় এ সংগ্রাম পরিষদের সূচনা হয়েছে। সম্মিলিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের শরীক ছাত্র সংগঠনগুলো হচ্ছে ছাত্র ফোরাম, ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন, জাগপা সমর্থিত ছাত্র লীগ, প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল, ছাত্র জমিয়ত, তালামীযে ইসলাম, ইসলামী ছাত্র সমাজ, ইসলামী ছাত্র পরিষদ, জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া ও ছাত্র হিজবুল্লাহ।

সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বলেন, অর্থনৈতিক মুক্তি, গণতান্ত্রিক অধিকার, বাক-স্বাধীনতা, ধর্মীয় মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার জন্যই '৭১ সালে বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধ ইসলাম বিরোধী বা ধর্ম বিরোধী না হলেও স্বাধীনতার উষালগ্নেই একটি চিহ্নিত মহল ইসলামের সুমহান মূল্যবোধ ও চেতনাকে ধ্বংস করার ঘৃণ্য চক্রান্ত শুরু করে। এরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোগ্রাম থেকে পবিত্র কোরআনের আয়াত 'রাব্বি জিদনি ইল্‌মা' বাদ দেয়, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে মুসলিম ও কাজী নজরুল ইসলাম কলেজ থেকে ইসলাম শব্দ তুলে দেয়। তাঁরা বলেন, তসলিমা-আহমদ শরীফ গংরা ইসলাম ও পবিত্র কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলায় ধর্মপ্রিয় জনগণ যখন গর্জে উঠেছে, তখন সরকার ও চিহ্নিত এজেন্টরা এদের রক্ষায় এগিয়ে এসেছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে সংগ্রাম পষিদের পেশকৃত দাবীর মধ্যে রয়েছে— বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সন্ত্রাসমুক্ত করা, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় ও সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, ১০ম শ্রেণী ও দাখিল পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু করা, ফারাক্কা, তালপট্টি, শান্তিবাহিনী, মুহুরীর চরসহ ভারতের সাথে অমীমাংসিত দ্বিপাক্ষিক সমস্যা আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপন করা, অবিলম্বে গঙ্গা বাঁধ নির্মাণ, ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্লাসফেমী আইনের মত কঠোর আইন প্রণয়ন করা।